কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

ECHOES
INDIA

শ্রী রামচন্দ্র মিশন®

মার্চ ২০১৪ ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

পূজ্য লালাজী মহারাজের ১৪১ তম জন্মবার্ষিকী ১–৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

মানাপাক্কাম

গুরুদেব ২ ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে সাতটায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। হুইলচেয়ারে গুরুদেব ধ্যানকক্ষে পৌঁছানো মাত্র প্রায় ৪০০০ অভ্যাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতালি দেয়। প্রায় এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট সৎসঙ্গের পর গুরুদেব বক্তৃতা দেন যার প্রধান বক্তব্য ছিল 'এখানে ও এখন'। তিনি বলেন অভ্যাসীদের সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়, কারণ সময় খুব কম এবং অভ্যাসীদের নিজেদের দৈনন্দিন সাধনার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া উচিৎ। তিনি বলেন, সহজ মার্গ অভ্যাসের মাধ্যমে মানুষ এই এক জীবনেই মুক্তি পেতে পারে যা কিনা হাজার হাজার বছর লাগত প্রাচীন কালে।

সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের পর চেন্নাই এর যুবাদের দবারা পরিবেশিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ৪ ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমীর দিন গুরুদেব সকাল সাড়ে সাতটায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তারপর ডঃ মাধুরী কৃষ্ণা 'হুইস্পার' থেকে এক বার্তা পাঠ করে। এরপর ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণা তার ভাষণে গুরুদেবের জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলেন। গুরুদেব মিশনের অভ্যাসী হিসাবে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে বসন্ত পঞ্চমীতে অভ্যাসী হিসাবে মিশনে যোগদান করেন। ভাষণের পর গুরুদেব কেক কাটেন। তিনি হল থেকে বাইরে যাওয়ার সময় এক রাশিয়ান দম্পতি সামনে আসেন এবং তাদের বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাদের বিবাহ দেন। এরপর গুরুদেব অস্থায়ী ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন। ধ্যানকক্ষে ভ্রাঃ গুরপ্রীত চরণ সিং ভজন পরিবেশন করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় উৎসব সমাপ্তিতে ভ্রাঃ গনেশ ও ভ্রাঃ কুমারণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং ডঃ জয়ন্তী বীণা বাজিয়ে সহযোগিতা করেন।

তিরুপ্পুর ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

লালাজী মহারাজের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনেক দিন পর এই আন্তর্জাতিক ভান্ডারা অনুষ্ঠিত হল। চারদিনের এই ভান্ডারা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে চন্দ্রমতে বসন্ত পঞ্চমী ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, বিভিন্ন কাজকর্ম এবং অনুষ্ঠান সমাপ্তির সমস্ত দায়িত্ব অভ্যাসীরাই গ্রহণ করেন। প্রত্যাশামত তিরুপ্পুরের এই উৎসব সংঘটিত করার কাজ খুবই উচ্চমানের ছিল। ২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রায় ১৬,৫০০ অভ্যাসী, ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবী ও প্রায় ১৭২৯ শিশু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

প্রত্যেকদিন তিনবার সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হত – সকাল ৬.৩০টায়, ১১টায় এবং বিকেল ৫ টায়। সৎসঙ্গ শেষে ভ্রাঃ কমলেশ অভ্যাসীদের জন্য পাঁচটি বক্তব্য রাখেন এবং প্রশিক্ষকদের জন্যও তিনি এক ভাষণ দেন। এই বক্তব্যগুলি অভ্যাসীদের আরও গভীরে যেতে, তাদের উপলবদ্ধিকে আরও উন্নীত করতে ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করতে সাহায্য করেছিল।

গুরুদেবের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি উৎসবের সমস্ত জায়াগাতেই অনুভূত হয়েছিল, যদিও তিনি সশরীরে উৎসবে উপস্থিত হতে অসমর্থ ছিলেন। ২ ফেব্রুয়ারী সকালের সৎসঙ্গের পর ওয়েব্‌লিঙ্কের মাধ্যমে চেন্নাইয়ে সরাসরি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল এবং তিনি সমবেত অভ্যাসীদের প্রতি তাঁর বক্তব্য রাখেন। উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান ভ্রাঃ কমলেশ অভ্যাসীদের প্রত্যেককে ঐ জায়গার সূক্ষ্ম কম্পনের সাথে চারিত্রিক সমন্বয় সাধন করতে উৎসাহিত করেন যাতে সর্বত্র এক স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতা বিরাজ করতে পারে।

২ ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ছ'টার সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ কমলেশ চারটি বিবাহ সম্পন্ন করান। তারপর ২০১৪, ১ ফেব্রুয়ারীর *হুইসপারস্* বার্তা পড়ে শোনান। নতুন কিছু প্রকাশনা ও ফটোগ্রাফ্ প্রকাশিত হয়। তারপর ভ্রাঃ গুরপ্রীত ও ভ্রাঃ পীয়ুস ভজন পরিবেশন করেন।

ভ্রাঃ কমলেশ তাঁর প্রথম বক্তব্যে লালাজী মহারাজের 'কথোপকথনের নীতি' পড়ে শোনান। যেখানে লালাজী মহারাজ জোর দিয়েছেন যে আমাদের কথোপকথনশৈলী এমন হবে যা আমাদের মানসিক সাম্যাবস্থা এবং হৃদয় ও চরিত্রের পবিত্রতা প্রতিফলিত করবে।

পরবর্তী বক্তব্যগুলির মধ্যে দিয়ে ভ্রাঃ কমলেশ যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত সাধনার উপর বার বার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন দৈনন্দিন জীবনে আমরা কিভাবে কথাবার্তা বলি. কি খাই এসব কারণের উপরই আমাদের সংস্কার গড়ে উঠতে থাকে। ধ্যানের পর একজন অভ্যাসীর তার অন্তর অবস্থার উপর গভীরভাবে চিন্তা করার উপর তিনি জোর দেন এবং বলেন প্রত্যেক অভ্যাসীর চেষ্টা করা উচিত এই অবস্থা ধরে রাখার। ৪ ফেব্রুয়ারী সমাপ্তি ভাষণে তিনি প্রত্যেককে অভিনন্দন জানান এবং বলেন লালাজী মহারাজ যে সৎসঙ্গ শুরু করে গিয়েছিলেন আজ তার ১০০ বছর পূর্ণ হল। ২ ফেব্রুয়ারী তিনি সমস্ত প্রশিক্ষকদের, ZICদের এবং CICদের স্থায়ী ধ্যানকক্ষে সম্বোধন করেন এবং ৩ ফেব্রুয়ারী সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য এক বিশেষ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

উদ্যোক্তারা ক্যাম্পাসের চারপাশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুন্দর সুন্দর পোস্টারের পরিকল্পনা করেন। ধ্যানকক্ষের ঠিক বাইরে লালাজী মহারাজের এক প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল। ক্যান্টিনের উল্টোদিকে এবং চিল্‌ড্রেন্স্ কর্ণারে চরিত্র গঠন ও দশসূত্রের উপর বিভিন্ন আকর্ষণীয় পোস্টারের প্রদর্শণী করা হয়েছিল। গুরুদেবের কটেজের আশপাশের এলাকা মৌন অঞ্চল নামে অবিহিত করা হয়। কিভাবে হৃদয় ভিত্তিক মৌন প্রতিফলন ও ধ্যানের জন্য ঐ অঞ্চল ব্যবহার করা যায় তা বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে অভ্যাসীদের জানানো হয়েছিল।

চিল্‌ড্রেন্স্ কর্ণারে শিশুদের বয়স অনুসারে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়। টাইনি টট্‌স্ (৬ বছর বয়স পর্যন্ত), লিট্‌ল স্টারস্ (৭ থেকে ১২ বছর) এবং ইয়ং অ্যাডাল্ট্ (১৩ থেকে ১৭ বছর)। প্রত্যেক দলের সাথে পৃথকভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যবস্থা করা হয় যারা শিশুদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ ও সহজমার্গের শিক্ষা প্রদান করে। এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের বিভিন্ন প্রতিভাকে তুলে ধরা হয়েছিল।

মানাপাক্কাম আশ্রমের খবর

ডিসেম্বর ২ থেকে ১৪, ২০১৩

প্রশিক্ষণ শিক্ষণ সমাবেশ:, প্রায় ২০ জনের মতো প্রশিক্ষক প্রার্থীকে মানাপাক্কামে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, যাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে পরবর্তী প্রশিক্ষক তৈরী করার জন্য। আগের ইকোজেই এর উল্লেখ করা হয়েছিল। সোমবার থেকে প্রত্যেক সকালে ২২ জন প্রার্থীকে গুরুদেব ডেকে নিয়ে সিটিং দিতেন। এক দুবার তিনি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, একবার তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন। যদিও পরিকল্পনা ছিল গুরুদেব চারদিনে ভাগ করে অভ্যাসীদের অন্তিম সিটিং দেবেন, কিন্তু ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারই তিনি সকলকে অন্তিম সিটিং দেন। প্রত্যেকের সিটিং শেষ করে ও তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার পর গুরুদেবের মুখে এক গভীর পরিতৃপ্তি ও উপশমের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়।

রবিবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৩

ভ্রাঃ কমলেশ সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি অভ্যাসীদের প্রতি গুরুদেবের ভালোবাসার কথা বলেন যেখানে কোনরকম প্রত্যাশা নেই। অথচ আমাদের যে ভালোবাসা তার সবেতেই প্রত্যাশা আছে।

নিদ্রা বিশেষজ্ঞ: গুরুদেব প্রায় আধ ঘন্টা USA থেকে আগত এক নিদ্রা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সময় কাটান। গুরুদেব তাঁর কাজের ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন। ডাক্তার ব্যাখ্যা করছিলেন কিভাবে শরীরে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা আমাদের নিদ্রার বিশৃঙ্খলা ঘটায়। তারপর তিনি উপদেশ দেন গুরুদেবের রোজ ডাবের জল পান করা উচিত। গুরুদেব মুচকি হেসে বলেন, "আমি ডাবের জল পছন্দ করি এবং সেই ডাক্তারদের পছন্দ করি যারা আমি যা পছন্দ করি তাই খেতে পরামর্শ দেন"। ঘরের প্রত্যেকেই হেসে ওঠেন।

শ্রীলঙ্কা : ডিসেম্বরের মাঝামাঝি গুরুদেব কটেজের সামনে রোদে বসেছিলেন। প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী যারা শ্রীলঙ্কা থেকে মানাপাক্কামে এসেছিল তারা গুরুদেবের কাছে আসে। তারা গুরুদেবকে তাদের অধিকতর প্রশিক্ষকের প্রয়োজনের কথা জানায়। গুরুদেব খুব খুশী হন।

রৌদ্র অধিবেশন : গুরুদেব প্রতিদিন কটেজ থেকে বেরিয়ে কটেজের সম্মুখভাগে অথবা পশ্চাৎভাগে রৌদ্রে বসেন। এই সময় কখনো আলোচনা হয়, কখনো নীরবতা পালন করা হয়। বেশীরভাগ সময় প্রায় শতাধিক অভ্যাসী গুরুদেবকে ঘিরে থাকে। গুরুদেব বলেন, "আমিও আমার চারপাশে লোকজনদের চাই। এটা শুধু রৌদ্রকিরণ নয়। এখানে হৃদয় আছে। এ হল সূর্যকিরণ, মানব হৃদয় ও ইচ্ছার মিশ্রণ"।

২২ ডিসেম্বর গুরুদেবের ত্বকের অস্ত্রপ্রচার (গ্রাফটিং) হয় এবং তা ঠিক হতে কয়েকদিন সময় লাগে।

ক্রীসমাস: বুধবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৩

গুরুদেব খুব সকালে উঠে পড়েন এবং সকাল সাতটার আগেই তৈরী হয়ে যান। তাঁকে খুব সজীব দেখাচ্ছিল এবং তিনি খুব খুশী ও প্রফুল্লচিত্তে ছিলেন। তিনি সকলকে ক্রীসমাসের অভিনন্দন জানান এবং বলেন তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল ধ্যানকক্ষে গিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করার। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে নিষেধ করায় তিনি বিরত হন। গুরুদেব প্রাতরাশ সমাপ্ত করার পর সমবেত প্রায় একশ অভ্যাসী নিয়ে গুরুদেব হলে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান ও বলেন যে, আমরা যা শুনব তার অর্থের উপর মনন করতে হবে এবং তারপর তা আত্তীকরণ করতে হবে। অন্যথায় আমরা কেবলমাত্র শিক্ষিত হব কিন্তু কখনো শিখতে পারব না। এ এক দীর্ঘ অধিবেশন যেখানে গুরুদেব এক ঘন্টা সৎসঙ্গের পর ৪৫ মিনিট ভাষণ দেন।

জানুয়ারী ২০১৪

গুরুদেব ৮ জানুয়ারী ভ্রাঃ কমলেশের নতুন গৃহে যান। অভ্যাসীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ভ্রাঃ কমলেশ গুরুদেবের হুইলচেয়ার ঠেলে নিয়ে যান। গুরুদেব ফিতে কাটেন ও ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেন। ভ্রাঃ কমলেশ গুরুদেবকে বাড়ির ভিতরটা দেখান। গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, কিন্তু প্রায় ৩৫ মিনিটের মাথায় একটি মোবাইল বাজে। সকলে অস্বস্তিবোধ করে ও গুরুদেব তৎক্ষণাৎ সৎসঙ্গ সমাপ্ত করেন। পরে শয়নকক্ষে গুরুদেব বলেন, "সিটিং খুব ভালো ছিল কিন্তু মোবাইলের কারণে সিটিং বন্ধ করতে হয়"।

continued...

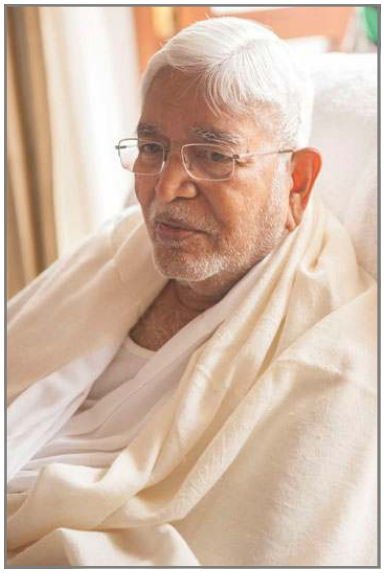

ভ্রাঃ কমলেশের বাড়িতে গুরুদেবের থাকার কথা ছিল না, কিন্তু তিনি মত পরিবর্তন করেন ও কয়েকটা দিন সেখানে থাকার সিধান্ত নেন । বাড়িতে এক সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণ বজায় রাখার উপর গুরুদেব গুরুত্ব আরোপ করেন । এই পরিবেশ গুরুদেবকে সেখানে ধরে রাখবে । ওখানে থাকার সময় গুরুদেব ইরান, পিথোরাগড় ইত্যাদি কয়েকটি জায়গার কিছু অভ্যাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন । একদিন সন্ধ্যায় তিনি প্রায় ১০০র বেশী অভ্যাসীর সাথে হলের মধ্যে বসে বিভিন্ন আলাপচারিতায় সময় কাটান ।

জানুয়ারী ১৪, পোঙ্গাল

গুরুদেব সকালেই প্রস্তুত হয়ে তাঁর ঘরে কিছু অভ্যাসীদের অভিবাদন জানান । ধ্যানকক্ষে যাবার পথে গুরুদেব ধৈর্যশীল হয়ে কটেজ বরাবর অপেক্ষারত সমস্ত অভ্যাসীদের সংবর্ধনা জানান । পরিপূর্ণ ধ্যানকক্ষে গুরুদেব প্রায় ৫০ মিনিট সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । তারপর ভজন পরিবেশিত হয় । এরপর গুরুদেব তাঁর কটেজে প্রত্যাবর্তন করেন । এই সৎসঙ্গ পরিচালনার পর তাঁকে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, কিন্তু তিনি বাইরে এসে রৌদ্রে বসেন । পিথোরাগড় কেন্দ্রের প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসীকে ভিতরে আসার অনুমতি দেওয়া হয় । তারপর ওমেগা স্কুলের ছাত্রাবাসের ২৫ জন ছাত্র ভিতরে এসে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে । গুরুদেবকে বাইরে বসে থাকতে দেখে ভ্রাঃ কমলেশ তিরুভাল্লুরে গুরুদেবের প্রস্তাবিত কটেজের কিছু নক্শা নিয়ে আলোচনা করতে আসেন । নক্শা নিয়ে গুরুদেব, ভ্রাঃ কৃষ্ণা ও ভ্রাঃ কমলেশ কিছু সময় আলোচনা করেন ।

বুধবার, জানুয়ারী ১৫, তিরুভাল্লুরে কটেজের ভূমিপূজা

সকালের সৎসঙ্গের পর গুরুদেব অসুস্থ বোধ করেন । চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি অনিচ্ছাপূর্বক তিরিভাল্লুরে ভূমিপূজায় যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন । পরিবর্তে তিনি ভ্রাঃ কমলেশকে যেতে অনুরোধ করেন । তাঁরা ফিরে গুরুদেবকে সংবাদ দেন যে সব কিছু সুন্দর হয়েছে এবং প্রায় ১৫০০ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ।

তাঁর স্বাস্থ

এই মাসের মাঝামাঝি গুরুদেব সর্দ্দি–কাশিতে আক্রান্ত হন এবং তিনি বলেন, "যখন আমি অসুস্থ তখন লোকজনের সঙ্গে দেখা না করাটা ভাল হবে । আমি খুব চিন্তিত যে তাঁরা আমার থেকে সংক্রামিত হতে পারেন" । তিনি গান শোনেন ও তাঁকে পড়ে শোনানোর জন্য বই রাখা হয় ।

জানুয়ারী ১৮–২৪ । আন্তর্জাতিক স্কলারশিপ প্রশিক্ষন প্রোগ্রাম ।

গুরুদেবের জন্য এ ছিল ম্যারাথন প্রিসেপ্টার প্রশিক্ষণ অধিবেশন যদিও তিনি সুস্থ ছিলেন না । গুরুদেব রবিবার দিন ISTP তে অংশগ্রহণকারীদের সাথে দেখা করেন ও তাদের সিটিং দেন । তিরিশ জন অভ্যাসীকে প্রশিক্ষক তৈরীর প্রাথমিক কাজে গুরুদেব সহযোগিতা করেন ও তাদের প্রশিক্ষক হিসাবে তৈরী করেন । যদিও সপ্তাহের শুরুতে গুরুদেব সুস্থ ছিলেন না তথাপি তিনি এই কাজ শুক্রবারের মধ্যে শেষ করেন । শেষ সিটিং এর পর তিনি সকল নতুন প্রশিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎকরেন, তাদের প্রসাদ বিতরণ করেন ও তাদের শংসাপত্র দেন । তিনি বলেন, "সিটিং চলাকালীন আমি আমার কাশি আটকে রেখেছিলাম যাতে কাজের অসুবিধা না হয়" ।

রবিবার ২৬ জানুয়ারী ২০১৪

গুরুদেব খুব ভালো ছিলেন এবং গীতার উপর সংস্কৃত কান্নানের বক্তব্য শোনেন । বিকালের দিকে সৎসঙ্গ চলাকালীন গুরুদেব আশ্রমে ঘোরেন । আফ্রিকার অভ্যাসীদের সাথে কটেজের বাইরে বিকাল ৫–৪৫ মিনিটে দেখা করেন । গুরুদেব বেশ কিছু সময় তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন ।

৩১ জানুয়ারী ২০১৪, চীনা নববর্ষ

গুরুদেব সকালে খুব তাড়াতাড়ি ওঠেন । সুস্থ, কর্মচঞ্চল ও খোশমেজাজে তিনি বাইরে এসে বসেন । চীনা অভ্যাসীরা গুরুদেবকে কিছু প্রদান করেন এবং তিনি চাইনীজে "শুভ নববর্ষ" বলে তাদের সংবর্ধনা জানান ।

অভ্যাসীরা তিনটি বাসে তিরুপ্পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন । গুরুদেব পরিবহন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কিছু পথনির্দেশ দিলেন যাতে চলার পথে বাসগুলি একে অন্যের দৃষ্টির বাইরে চলে না যায় ।

প্রাতরাশের পর গুরুদেব ক্যানাডাবাসী অভ্যাসীদের সাথে বাইরে উঠোনে দেখা করেন । তাদের এখন এক আশ্রম আছে – এই বিষয়টিকে প্রচার করতে তারা এক কেক্ কাটে । গুরুদেব প্রত্যেককে অভিনন্দন জানান ও সকলের সাথে কেক্ ভাগ করে নেন ।

ওসানিয়া সেমিনার

৭–১২ জানুয়ারী ২০১৪ , BMA মানাপাক্কাম

ওসানিয়া কেন্দ্রের অস্ট্রালিয়া, ফিজি, নিউ ক্যালেডোনিয়া, নিউজিল্যান্ডের অভ্যাসীরা ৭–১২ জানুয়ারী মানাপাক্কাম আশ্রমে সমবেত হয় । এর আগে ৪–৬ জানুয়ারী প্রশিক্ষকদের এক কর্মশালা আয়োজিত হয় । অসুস্থতা সত্ত্বেও গুরুদেব ৪ জানুয়ারী ৪০ জন প্রশিক্ষকদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও হৃদয়স্পর্শী এক বক্তব্য রাখেন । তারপর তিনি তাদের সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত করেন । অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষকরা মূল্যবান আত্মোপলব্ধি করেছিল ।

৭ জানুয়ারী অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ২০০ অভ্যাসীদের নিয়ে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে ওসানিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন হয় । ভ্রাঃ কমলেশ সমবেতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন । বিকালের দিকে আত্ম–প্রতিফলন, ব্যক্তিগত সিটিং, পুস্তক সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার পরিদর্শনের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল । যুবকরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজনের করে যাতে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে । স্বাস্থের কারণে গুরুদেবকে নেপথ্যে থাকতে হলেও, তাঁর একাগ্রতা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান । প্রত্যেক অভ্যাসী তাদের আসার মুহূর্ত থেকে তাঁর ভালোবাসার স্পর্শ ও প্রতিটি ঘটনার পিছনে তাঁর অবদান অনুভব করেছিল ।

১০ জানুয়ারী সন্ধ্যেবেলা ভ্রাঃ কমলেশ যুবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন । তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার ছিল । কিভাবে আমরা আমাদের সময়কে এমনভাবে কাজে লাগাতে পারি যাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন খাওয়া, ঘুম ও আলাপচারিতার সময়ও আমাদের লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতার দিকে থাকে ।

১১ জানুয়ারী সন্ধ্যাবেলা অসুস্থতা সত্ত্বেও গুরুদেব কটেজের প্রাঙ্গণে অভ্যাসীদের সাথে দেখা করেন ও নৈতিক ব্যবহারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন । তারপর তিনি এক গভীর সিটিং দেন । নিউজিল্যান্ডের ভগিনীরা মাওরিতে গান গায় ও তারপর গুরুদেব তাঁর পড়াশোনা করার জন্য যান । রবিবার সকালে গুরুদেব পরিচালিত সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের অভূতপূর্ব পরিসমাপ্তি ঘটে । ভ্রাঃ কমলেশ তাঁর সমাপ্তি ভাষণে নিজ নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের অবস্থা বজায় রাখা ও সময়ের সদ্ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ।

আফ্রিকান সেমিনার

মানাপাক্কাম – জানুয়ারী ২০১৪

"বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের সকলের সাথে আছি, তোমরা আমার সাথে এখানে থাকো বা না থাকো"।

২০ জানুয়ারীর মধ্যে ১৬৩ জন প্রতিনিধির অধিকাংশই আফ্রিকান সেমিনারে উপস্থিত হয়েছিলন । এরা এসেছিলন ১৩টি দেশ থেকে – বৎসোয়ানা, ক্যামেরুণ, ঈজিপ্ট, কেনিয়া, মাদাগাস্কার, মরিশাস্, মরক্কো, রিইউনিয়ান, সাউথ আফ্রিকা, তান্‌জানিয়া এবং উগান্ডা । প্রত্যেকদিন তিনটি করে সৎসঙ্গ হত – সকাল সাড়ে ছ'টায়, ন'টায় এবং বিকাল পাঁচটায় । বিকালবেলায় ব্যক্তিগত সিটিং দেওয়া হত । এর সাথেই বক্তব্য উপস্থাপনা, ভিডিও প্রদর্শন (পূজ্য গুরুদেবের বক্তব্য), অভ্যাসীদের কর্মশালা, ফেসিলিটেটরদের কর্মশালা, প্রশিক্ষকদের কর্মশালা এবং গুরুদেবের সাথে সাক্ষাতেরও আয়োজন করা হয়েছিল ।

ভ্রাঃ রাজেশ রাঠোড় ও ভ্রাঃ কমলেশ অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করেন । এই আলোচনা অভ্যাসীদের অগ্রগতির পথে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও দিশা নির্ধারণে সহায়তা করেছিল ।

অভ্যাসীরা আগের দিন ISAW দলকে প্রদত্ত গুরুদেবের ভাষণ দেখেছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেককে দেশলাই কাঠির মতো হওয়া উচিত, যা একটা বাতিকে জ্বালাতে পারে । আমাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের কাজ ও আচরণের মাধ্যমে অন্যদের পরিবর্তন করতে পারি ।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট দল গড়ে তোলা হয়েছিল । ব্যক্তিগত পরিচয় দেবার পর প্রতিনিধিদের কাজ ছিল নিজের সম্পর্কে তিনটি সহজ প্রশ্নের জবাব দেওয়া । মানবিক পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুশীলন ছিল অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী । হাসি ও অশ্রুজলে তারা একে অপরকে চিনতে পেরেছিল এবং আফ্রিকান ভাই ও বোনেদের মধ্যে সম্পর্কে দৃঢ়তা গড়ে উঠেছিল ।

প্রথম দিন নতুন অভ্যাসীদের সাথে গুরুদেবের পরিচয় করানো হয় । অন্য একদিন গুরুদেব দলটির জন্য সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । গুরুদেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য ২৬ জানুয়ারী সান্ধ্য সৎসঙ্গের পর তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । এই সময় গুরুদেব আফ্রিকান প্রতিনিধিদের কিছু আশঙ্কা ও উদ্বেগ নিরসন করেন ।

লালাজী মহারাজের জন্মবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন – ভারত

যোধপুর

মুম্বাই

ভিলওয়াড়া

কলকাতা

ওস্‌মানাবাদ

লখ্‌নৌ

হুবলি

চিকালি

বারানগাঁও

গুলবার্গা

সর্বভারতীয় প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতা ২০১৩

প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক যুব দিবস (International Youth Day)-এর স্মরণার্থে শ্রী রামচন্দ্র মিশন ও ইউনাইটেড নেশন্‌স্ ইন্‌ফরমেশন্ সেন্টার (UNIC) ভারত ও ভুটান -এর যৌথ উদ্যোগে সর্বভারতীয় প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই সংস্থার নবম পার্ট্‌নারশিপকে চিহ্নিত করে সর্বভারতীয় প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতা ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগ–১ এর বিষয় ছিল ওমেগা স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দেওয়া গুরুদেবের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত "মন উন্মুক্ত, কেবলমাত্র যখন হৃদয় উন্মোচিত,"। (Minds are opened only when hearts are opened)। বিভাগ –২ (UG এবং PG) এর বিষয় ছিল হেন্‌রি ডেভিড থোরিউ এর এক চিন্তা উদ্রেককারী বিবৃতি " তুমি যা দেখ তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তোমার অন্তর্দৃষ্টিতে যা প্রতীয়মান তাই গুরুত্বপূর্ণ"। (It is not what you look at that matters, but what you see)। অংশগ্রহণকারীরা খোলাখুলিভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে, তার উপর গভীরভাবে চিন্তা করে তাদের

শিবগঙ্গাই

বেবার

বেলারি

কলকাতা

ঔরঙ্গাবাদ

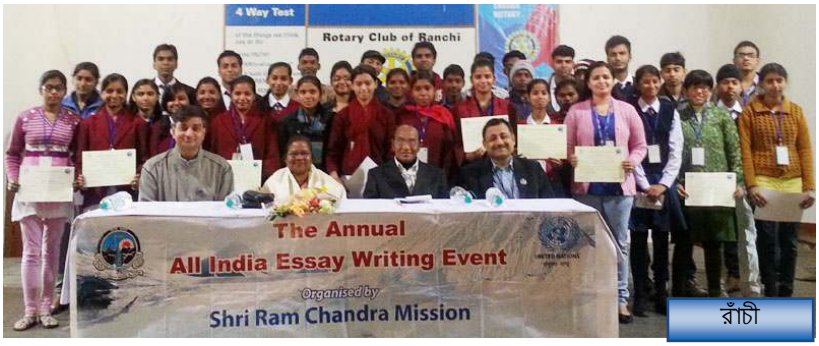

রাঁচী

আত্মোপলব্ধি প্রকাশ করতে পারবে। এ বছর ১২,১৯৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১,৭৮,৫৮৯ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ডঃ এ. এন. খোস্লা ডি. এ. ভি পাব্লিক স্কুল, রাউরকেল্লা (জোন ১৪, ওড়িষা) থেকে হর্ষিতা চারি বিভাগ –১র সর্বোচ্চ পুরস্কার পায় এবং জয়পুরিয়া ইন্স্টিটিউট্ অব্ ম্যানেজ্মেন্ট, জয়পুর (জোন–৭, রাজস্থান) থেকে অঙ্কুর চক্রবর্তী বিভাগ–২ এর সর্বোচ্চ পুরস্কার সংগ্রহ করে। তাদের UNICর পরিচালক ও SRCMএর সভাপতির যৌথভাবে সই করা সংশাপত্র ও ট্রফি প্রদান করা হয়। দুই বিভাগেরই শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ দুটি মিশনের ওয়েব্সাইটে দেওয়া হয়।

এ বছর মিশনের সমস্ত জোনেই (৩০টি জোন, ২০১৩) এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং স্কুল লেভেল ও জোনাল লেভেলের পুরস্কার বিজয়ীরা ছাড়াও অভিভাবক ও শিক্ষকদের অভূতপূর্ব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র দক্ষিণ তামিলনাড়ু (পরমাকুড়ি, কভিলপট্টি তিরুপ্পুর, গোপীচেট্টিপালিয়াম, শিবগঙ্গাই), মহারাষ্ট্র (চিখালি, আহ্মেদনগর, মুম্বাই, ওস্মানাবাদ, পুনে, পৈঠান, ঔরঙ্গাবাদ), ইউ. পি. (বেরিলি, হার্দৈ, মীরাট, মোরদাবাদ, লখ্নৌ, সাহজাহানপুর), উত্তর কর্ণাটক (গুলবার্গা, হুবলি, বাসবকল্যাণ, বেলারি, বেলগাম্), কেরালা (আলুভা, পালাক্কাদ), রাঁচী, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ (শিলিগুড়ি, রানীগঞ্জ, খড়গ্পুর, কলকাতা), রাজস্থান (বেবার, বালি), অন্ধ্রপ্রদেশ (কুর্নুল) ও পাঞ্জাব (জলন্ধর) থেকে এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগৃহীত হয়েছিল।

রানীগঞ্জ

কভিলপট্টি

মোরাদাবাদ

বাহেরি

পৈঠান

পালাক্কাদ

পুনে

জিরো

শিলিগুড়ি

শিশুদের অনুষ্ঠান

পুলগাঁও আশ্রম, মহারাষ্ট্র

২৫ ডিসেম্বর, ২০১৩, ১৪০ জন শিশুদের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । শিশুরা সান্টাক্লজ্রূপী এক অভ্যাসী দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিল । অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল ওমেগা স্কুলের শিশুদের সাথে গুরুদেবের এক ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে । শিশুরা খেলাধূলা ও সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করে । এসব শিশুদের চরিত্র গঠন ও নৈতিক জীবনযাপনের গুণাবলী আহরণ করতে সাহায্য করেছিল ।

অভিভাবকদের জন্য এক 'ওয়েলকাম ডেস্ক'এর আয়োজন করা হয়েছিল । সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়েছিল ছাদের উপর বাগান করার পদ্ধতি বিতরণের মধ্যে দিয়ে । পরিশেষে শিশুরা হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য শীঘ্রই ফিরে আসার আগ্রহ নিয়ে ।

লুধিয়ানা আশ্রম, পাঞ্জাব

৫ জানুয়ারী, আনুমানিক ২২ জন শিশু বাগান করার উপর এক সভায় যোগদান করে । শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাড়িয়ে তোলা গাছেদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল । গাছে কীটনাশক, সার ইত্যাদি দেওয়া হয়, যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক । তারা মাটি মিশণ করে, টব ভর্তি করে, বীজ ও চারাগাছ রোপণ করে এবং তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় সাজিয়ে রাখে । এই শিক্ষামূলক কাজকর্ম তাদের শব্দতালিকা সমৃদ্ধ করে এবং "কেন সবুজের প্রতি ঝোঁক?"- এই বিষয়ের উপর এক লেখনী সভা তাদের ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করে ৫টি '**R**' এর মধ্যে দিয়ে – Refuse (প্রত্যাখান), Recycle (পুনর্চক্র), Recharge (নবীকরণ), Reuse (পুনর্ব্যবহার), Reduce (সংকোচন) ।

জব্বলপুর আশ্রম, মধ্যপ্রদেশ

২২–২৫ ডিসেম্বর, ২০১৩, ৬৫ জন শিশু এক শীতকালীন শিবিরে অংশগ্রহণ করে । এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক পরিবেশে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাপ্রদান করা । একদল উৎসর্গীকৃত স্বেচ্ছাসেবক উদ্যোগ নিয়ে এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে । এই কাজকর্মের মধ্যে ছিল – শরীর চর্চা, খেলাধূলা, বাগান করা, শিল্পকলা, ক্যুইজ্, নীতিমূলক কাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকদের তৈরী প্রেরণামূলক উপস্থাপনা, উদ্বুদ্ধকারী চলচিত্র, সবশেষে শিশুদের আয়োজিত এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এর সাথেই ছিল শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা ।

কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

২৯ ডিসেম্বর ২০১৩, BMA কোলকাতা ১০ বছর পূর্তি উৎসব উদ্যাপন করে । অর্ধদিনব্যাপী ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল । অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বাগানে আয়োজিত শিশুদের নাচ প্রদর্শনের মাধ্যমে । এরপর সব বয়সের প্রতিযোগীদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করা হয় । বাধা দৌড়, তিন–পা দৌড় ও শিশুদের জন্য আয়োজিত মিউজিক্যাল চেয়ার ছিল প্রধান আকর্ষণ । দশ সূত্রের উপর আয়োজিত এক খেলা প্রায় অভ্যাসীদের আকর্ষণ করে । পুরস্কার বিতরণী ও তারপর মধ্যাহ্নভোজ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

যুব অনুষ্ঠান

যুব সম্মেলন, আলুভা, কেরালা

বালিয়াপারাম্বু, কোড়ুঙ্গালুর, এর্ণাকুলাম, আম্বালুর, কালাডি, ত্রিশূর, পালানি এবং আলুভা থেকে যুবকেরা ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারী আঞ্চলিক আশ্রমে একত্রিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরণের সম্মেলন থেকে যুবকদের প্রত্যাশা খুঁজে পাওয়া। দলগত আলোচনা ও কথাবার্তা চলাকালীন যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল, সেগুলি ছিল – কিভাবে যুবকদের দৈনন্দিন সাধনায় অনুপ্রাণিত করা যায় ও এইভাবে আরো যুবকদের এই পদ্ধতির প্রতি আকর্ষিত করা যায়, সহজ মার্গের বিভিন্ন আঙ্গিক ইত্যাদি। সন্ধ্যেবেলা গুরুদেবের "হৃদয় থেকে শোনা" এই বক্তৃতা শোনার পর এক প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ মোহন (ZIC) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন কিভাবে ধ্যান ও সহজ মার্গ পদ্ধতি প্রত্যেকের 'আত্ম ধর্ম'এর সাথে সমাপতিত এবং তিনি সকালে আলোচনার সময় উঠে আসা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন।

আঞ্চলিক যুব সম্মেলন, গৌহাটি আশ্রম

১১ ও ১২ জানুয়ারী গৌহাটি আশ্রমে 'পরিবর্তন'এর উপর দু-দিন ব্যাপী অধিবেশনের আয়োজন হয়। এই অধিবেশনে আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মেঘালয়ের ৫২ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। প্রবীন অভ্যাসীদের বক্তব্য, দলগত আলোচনা, অন্তর্দর্শন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব সহজ মার্গকে আরো ভালোভাবে জানার এক সুযোগ দিয়েছিল। অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের তাদের অভিজ্ঞতা ডায়েরীতে লিখতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল। একজনের জীবনে সমর্থ গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত এক ছোট চলচিত্র প্রদর্শিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা এরকম আরো অধিবেশন ও CREST কর্মসূচিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বরোদা

২৯ ডিসেম্বর ২০১৩, বরোদার যুবকদের জন্য এক বার্ষিক সম্মীলনীর আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে আনুমানিক ৭৫ জন যুব অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। সবার জন্য এক 'গুপ্তধন খোঁজা'র আয়োজন করা হয়েছিল। এরই সাথে অভ্যাসী বোনেদের জন্য 'কর্মক্ষেত্রে স্ব-রক্ষণ' এর উপর এক সভা আয়োজিত হয়। এরপর ছিল ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন। সেখানে সমস্ত অভ্যাসীরা এক অভ্যাসী ভাইয়ের গান উপভোগ করে। রাত্রি ন'টার প্রার্থনার সাথে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

দিল্লী

গাজিয়াবাদ, নয়ডা, গুরগাঁও এবং দিল্লীর অভ্যাসীদের জন্য ২০১৪ জানুয়ারীতে পরপর দুটি সপ্তাহান্তে আবাসিক কর্মসূচীর আয়োজন করা হয় আর. কে. পুরম আশ্রমে (১০- ১২ এবং ১৭-১৮ জানুয়ারী)। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল পদ্ধতির প্রতি তাদের বোঝাপড়া বাড়ানো ও নিজস্ব অভ্যাসের প্রতি উদ্দীপনা গড়ে তোলা। অন্তর্দর্শনমূলক কাজকর্ম, অভিজ্ঞতা ভাগ করা ও দলগত আলোচনা, সাধনার বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে উপলব্ধি তুলে ধরেছিল। তারা আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবক কাজেও অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন অভ্যাসী ভজন পরিবেশন করে এবং 'উপনিষদ গঙ্গা'র একটি পর্ব দেখানো হয়। অংশগ্রহণকারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও উদ্দীপনা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিকতা ছিল মর্মস্পর্শী।

যুগ্ম সচিবের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্র পরিদর্শন

১৬ থেকে ২৫ জানুয়ারী ২০১৪, ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই (যুগ্ম সচিব) আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন । ১৬ জানুয়ারী সকালে তিনি গৌহাটি পৌঁছোন ও তারপর কিছুদিন গৌহাটি, টেঙ্গাভেলি উপকেন্দ্র, বমচিলা নাহারলাগুন, জাইরো, পাসিঘাট, উত্তরলাক্ষীনপুর ও ডিব্রুগড় ভ্রমণ করেন । এই অঞ্চলের অভ্যাসীদের সাথে তিনি খুবই উপযুক্ত আলোচনাসভার পরিচালনা করেন ও সাথে সাথে একটি ওপেন হাউস–এর আয়োজন করেন ।

ভ্রাঃ ঈশ্বর প্রসাদ (ZIC), ভ্রাঃঅরুন পাঠক, ভাঃ ধানি চাঁদ (ZIC) ও ভগিনী জোৎস্না এই সফরে তাঁর সাথে থাকেন । এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য অভ্যাসী এবং প্রশিক্ষকদের গুরুদেবের সান্নিধ্যে আনা । এই ভাবনাটি ১৯শে জানুয়ারী একটি প্রশিক্ষক সভাতেও আলোচিত হয়েছিল ।

দুটি প্রশিক্ষক সভায় যে বিষয়টির উপর সব থেকে বেশী জোর দেওয়া হয় সেটি হল প্রশিক্ষকদের নিজের অভ্যাস ও তাদের সঙ্গে গুরুদেবের সম্বন্ধের জ্ঞানকে আরও জোরালো করা । সেই দলটি অনুভব করে তারা যেখানেই থাকুক না কেন গুরুদেবের নজর তাদের উপর সর্বদা বিদ্যমান এবং প্রতিপদে তাদের পথপ্রদর্শনও করেন ।

আঞ্চলিক সভা কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১৩, এক সভার আয়োজন করা হয় । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন ব্যান্ডেল, রানীগঞ্জ, খড়গপুর, কৃষ্ণনগর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, বার্নপুর, কুচবিহার ও দার্জিলিং থেকে প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী সভায় উপস্থিত হন, কার্যক্রমটি বাংলায় আয়োজন করা হয় । এখানে সাধনার বিভিন্ন দিক গুলি, বিশেষ করে সহজ মার্গের দশটি নিয়মের উপর জোর দেওয়া হয় । এই সভাটি অভ্যাসীদের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন ও চিন্তাগুলিকে সমাধান করতে সহায়ক হয় । এই কার্যক্রমের সময় বাংলা অনুবাদ সংগঠনটি নিজেদের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় স্থাপন করেন ও প্রচুর পরিমানে জমে থাকা কাজগুলিকে ভবিষ্যতে সমাপ্ত করার যোজনা বানান । দু দিনের এই সভায় সবাই প্রচুর পরিমানে আনন্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করেন এবং অবশেষে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হয়ে তারা বাড়ি যান ।

U-Connect কার্যক্রম, জয়পুর, রাজস্থান

এই কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মাধ্যমে যুবকদের সাথে সহজ মার্গের পরিচয় করানো । ১৯শে জানুয়ারী আয়োজিত সভাটিতে U-Connect 'মালিবা'–র (যেখানে এই কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল) সফলতার কাহিনী স্বেচ্ছাসেবীদের জানানো হয় । শৃঙ্খলাপূর্ণ উপায়ে কোন কার্য সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া এখানে আলোচিত হয় । একজন অভ্যাসী নিজের কোম্পানীতে কার্যক্রমটি শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । আশা করা যায় জুলাই মাসে কলেজগুলিতে নতুন বছর শুরু হবার আগে প্রশিক্ষণটির ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে ।

সহায়ক বিকাশ কার্যক্রম

পানভেল আশ্রম, মুম্বাই

১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩, আয়োজিত এক কার্যক্রমে মহারাষ্ট্র থেকে ৫০ জন অভ্যাসী উপস্থিত হন । "সহায়তা"–র পরিচয় দৈনিক জীবনে প্রয়োগ করা এক সাধনার দবারা অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষা দেওয়া হয় । "সহায়তা" ও ভ্রাতৃত্বের উপর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা আত্মসমীক্ষা, শ্রবণ ও হৃদয় দিয়ে কথা বলার মাধ্যমে সহায়তার পদ্ধতি শেখেন । গুরুদেব প্রদত্ত সুযোগকে পূর্ণ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয় ।

জাইরো আশ্রম, অরুণাচল প্রদেশ

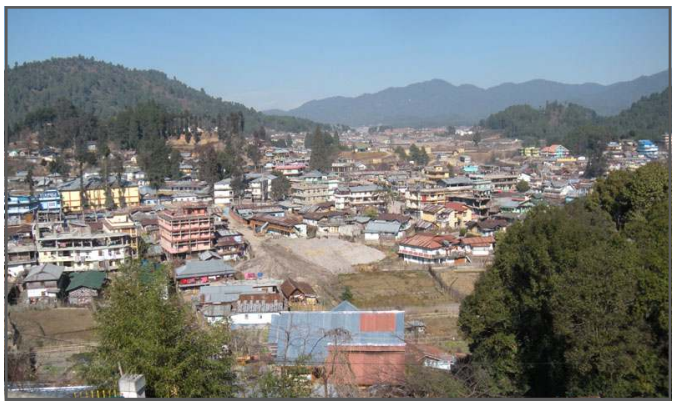

অরুনাচল প্রদেশে লোয়ার সুবানসিরি জেলার মুখ্যালয় জাইরো ৫০০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। এটি একটি সুবিস্তৃত পার্বত্যএলাকা, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। রাজ্যের রাজধানী ইটানগর থেকে জাইরো প্রায় ১৮০ কি.মি. দূরে অবস্থিত ও সবথেকে কাছাকাছি বিমান বন্দর লিলাবাড়ি যা আসামের উত্তর লাক্ষিমপুরের কাছে, সেখান থেকেও ১৭৬ কি.মি. দূরে। জায়গাটি শীতের সময় খুবই ঠান্ডা ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। জাইরো মালভূমির জনসংখ্যা প্রায় ২৫০০০ হাজার। এখানকার অধিবাসীদের আপাতানি বলা হয়। যারা সূর্য ও চন্দ্রকে, দোন্যি ও পোলো বলে এবং তাদের পূজো করে।

১৯৮৫ সালে ভ্রাঃ কে.এল. তিয়ারী (উত্তরাখন্ড নিবাসী) অরুণাচল প্রদেশের হটিকালচার বিভাগে কাজ করতেন, বদলি হয়ে জাইরো আসেন। ১৯৮৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে একদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ে হাঁটছিলেন হঠাৎ তিনি অনুভাব করেন যেন ধ্যানে বসে আছেন। তারপর তিনি সেখানে একটি ভালোবাসার চিহ্ন হিসাবে আশ্রম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮৭ সালে পাহাড়ের উপর অংশটাকে ঘিরে নেওয়া হয়। পরবর্তী কালে অন্যান্য পূজোর স্থানও গড়ে উঠে। তিনি লোকেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সহজ মার্গ দর্শনকে বোঝাতে শুরু করেন। তাদের উৎসাহ দেখে তিনি ভ্রাঃ পুরুষোত্তম অগ্রবাল (উত্তর লাক্ষিমপুর), ভ্রাঃ ঈশ্বর প্রসাদ অগ্রবাল (তিনসুকিয়া), ও ভ্রাঃ কে. বি. চক্রবর্তী (ইটানগর)–দের অনুরোধ জানান যাতে তারা অভ্যাসীদের সময় দিয়ে সহায়তা করেন। ১৯৯২–এর পর থেকেই তা করতে থাকেন।

ভ্রাঃ তিয়ারীর বাড়িতে অভ্যাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পরই আশ্রম নির্মাণের প্রয়োজন মনে করা হয়। আশ্রম করার

জ্যোতির্কেন্দ্র

জন্য যে জমিটি চিহ্নিত করা হয়, পরবর্তীকালে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে SRCM কে সেটি দিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে গুরুদেব ভ্রাঃ ঈশ্বর প্রসাদকে ভার দেন আশ্রম নির্মাণ করার জন্য। যদিও এই প্রজেক্টটি দূরবর্তী ও পার্বত্য এলাকা হবার দরুণ খুবই কঠিন কাজ, তা সত্ত্বেও অভ্যাসীদের অপার ভালোবাসা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আশ্রমটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে, ভ্রাঃ এস. এ. সারনাদ (তৎকালীন SRCM সচিব) এই আশ্রমটির উদ্বোধন করেন। নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় ৭০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ২০০৩ সালে জুলাই মাসে ভ্রাঃ ইউ. এস. বাজপেয়ী (SRCM সচিব) আশ্রমটি পরিদর্শন করেন। যদিও বিধি অনুসারে মন্দির কমিটি জমিটি মিশনকেই দেয়, তথাপি ২০০০ সালে অরুনাচল প্রদেশের গভর্ণমেন্টকে সরকারী ভাবে সম্পূর্ণ জমিটি মিশনকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। পরিশেষে ১৮৯০ বর্গ মিটার জমি গভর্ণমেন্ট মিশনকে প্রদান করে।

এই আশ্রমটি দ্বিতল ভবন, যার নিচের তলায় ১২২ বর্গ মিটার জায়গাটি ডর্মেটরী হিসাবে ব্যবহার করা হয় ও প্রথম তলে ১২৮.৩৪ বর্গমিটার জায়গার মধ্যে অতিথিশালা, খাবার ও বসার স্থান এবং এরই সংলগ্ন স্নান, শৌচালয়, রান্নাঘর ও গুরুদেবের ঘরও আছে।

১১৯ বর্গ মিটার ধ্যানকক্ষটির CGI আচ্ছাদন দ্বারা তৈরী ছাদটি অর্ধ–স্থায়ী রূপে নির্মিত। দেওয়ালগুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী করা হয়। বর্তমানে অভ্যাসী সংখ্যা ৮০র অধিক। কিন্তু রবিবার সৎসঙ্গে ২০ থেকে ২৫ জন মত অভ্যাসী উপস্থিত হন। জাইরো আশ্রমটি অরুনাচল প্রদেশের দূরবর্তী এলাকাতে মিশনের প্রসারণে সহায়তা করে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2014 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. “Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", “SRCM”, “Constant Remembrance” and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.